ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৪২
আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে প্রকৌশলীদের : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে প্রকৌশলীদের। তাদের কর্মদক্ষতা এবং দূরদর্শিতার ফলে জনসাধারণের কল্যাণে গৃহীত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুফল দ্রুততার সাথে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আজ আগরতলার পূর্ব শিবনগরস্থিত অনিক ক্লাব প্রাঙ্গণে ৫৩তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, দেশের বরেণ্য ইঞ্জিনিয়ার ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ইঞ্জিনিয়ারদের সার্ভিস ম্যাটার আপগ্রেড-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ক্যাডার ম্যানেজমেন্ট আপগ্রেড হওয়া সাপেক্ষে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ফুল ডিউটি চার্জ (এফ ডি সি)-র কর্তব্য পালনে পূর্বতন সরকারের প্রদেয় ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ১,৫০০ টাকা করেছে। তিনি বলেন, আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সবরকম উন্নত প্রযুক্তির কাজে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘ বছর যাবৎ রাজধানী আগরতলা শহর বিশেষ করে বনমালিপুর এলাকার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে প্রতি বছর অল্প বৃষ্টিতে যে জল প্লাবিত হতো তা থেকে বর্তমানে অনেকটাই পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছে। মূলত উন্নত জলনিকাশী এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজ্যের ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। এই প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে বৃষ্টির সময় আগরতলা শহরের নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে জল জমা রয়েছে তা জেনে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা-সাব্রুম সড়ক সম্পূর্ণ উন্নত পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকারী সংস্থা এন এইচ আই ডি সি এল-এ ডেপুটেশনরত রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারগণ এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি এই উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার অটল জলধারা নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শহর এবং গ্রামীণ এলাকা মিলে এ পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯২৩টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

***২-এর পাতায়

পাশাপাশি রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। জাতীয় সড়ক উন্নয়নের জন্যও ৩,১৯৩ কোটি টাকার দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে রক্তদান, দুস্থ মানুষের সহায়তা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সেবা সপ্তাহ পালন করা হবে। তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান করোনা প্রকোপের মধ্যে একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। নিজে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে বিভিন্ন সংগঠন সপ্তাহব্যাপী সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররাও এই সেবামূলক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসায় তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত নাথ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ রায়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পৌষ্টিক আহার সম্বলিত প্যাকেট বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের আয়োজক স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি।

*****